SEVABHARATI KRISHI VIGYAN KENDRA, KAPGARI, PASCHIM MEDINIPUR

ষষ্ঠ পর্যায় — পরিপূরক খাবার দেওয়া

- মাছের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য বাড়তি খাবার দিতে হবে।
- সরষের খোল ও চালের কুঁড়ো ১.১ হারে মিশিয়ে খাবার তৈরী করা যায়। তৈরী খাবার কিনতেও পাওয়া যায়।
- পুকুরে মাছের মোট ওজনের ২-৩ শতাংশ খাবার জলে ভিজিয়ে মন্ড তৈরী করে ঝুড়িতে বা আলুচটের বস্তায় পুকুরে ২-৩ জায়গায় ঝুলিয়ে দিতে হয়।
- দৈনিক খাবার দিতে হবে।

সপ্তম পর্যায় — স্বাস্থ্য পরীক্ষা

- মাসে একবার জাল টেনে বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা আবশ্যক।
- ফলনঃ- একরে ১২০০ -১৫০০ কেজি।

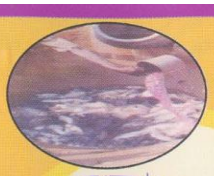

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মৎস্যচাষ সংক্রান্ত সহায়তা

- স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ।
- প্রথম সারির প্রদর্শন।
- সমস্যা অনুযায়ী প্রযুক্তি সংশোধন ও পরীক্ষণ।
- সুলভ মূল্যে মাছের ডিম পোনা, চারা পোনা, গলদা চিংড়ির চারা ও মাগুর (দেশি) চারা সরবরাহ (অগ্রিম যোগাযোগের ভিত্তিতে)।
- মাছের খাবারও মিশ্রণ সরবরাহ।
- সু-সংহত মৎস্যচাষ পদ্ধতির প্রসার ও পরামর্শ দান।

ঃ আর্থিক সহায়তায় ঃ

কৃষি প্রযুক্তি পরিচালন সংস্থা (ATMA) ● পশ্চিম মেদিনীপুর

-ঃ সম্পাদনায় ঃ-

প্রসাদ কুমার গুই, বিষয় বস্তু বিশেষজ্ঞ (মৎস্য বিজ্ঞান)

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

মিশ্র মাছ চাষ দ্বারা জল সম্পদের ব্যবহার

প্রকাশনায়

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

কাপগাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর

পিন- ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ

দূরভাষ- ০৩২২১-২৬৭২৬৭

Website:- sevabharatikvk.org

E-mail:- sevabharatikvk@yahoo.co.in

SEVABHARATI KRISHI VIGYAN KENDRA, KAPGARI, PASCHIM MEDINIPUR

মিশ্র মাছ চাষ দ্বারা জল সম্পদের ব্যবহার

কথায় বলে মাছ ভাতে বাঙালী। মাছ ছাড়া ভাত বাঙ্গালীর ভাবতে কষ্ট হয়। বাংলার জলাশয় গুলির উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ঠ হলেও উন্নত প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার না হওয়ায় হেঃ প্রতি গড় উৎপাদন অনেক কম। উন্নত পদ্ধতিতে মিশ্র মাছ চাষের মাধ্যমে প্রতি হেক্টর জলাশয়ের বাৎসরিক উৎপাদন ৪০০০- ৫০০০ কেজি হওয়া সম্ভব।

অধিক উৎপাদন ও চাষীর আর্থিক উন্নতির জন্য অল্প সময়ে দ্রুত বাড়ে এরকম কয়েকটি জাতের মাছ একসাথে পালনই মিশ্রমাছ চাষ।

মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায় গুলি হল-

প্রথম পর্যায় — পুকুর তৈরী

- পাড় মেরামত, কোন ফাটল বা গর্ত না থাকে।
- জল ঢোকা ও বের হবার নালা গুলি যেন ঘনজাল ও ধাতব বা কাঠের পাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- পুরানো পাঁক তুলে ফেলা বা পুকুর শুকিয়ে লাঙ্গল করে ২ মাস ফেলে রাখা।
- জলাশয়ে যথেষ্ঠ রোদ পাওয়ায় জন্যে পুকুর পাড়ে বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিন দিকে কোন বড় গাছ না রাখা।
- জলের ধার ও জলের যাবতীয় আগাছা ইত্যাদি তুলে ফেলা। এসব থাকলে মাছের শত্রুদের আশ্রয় হবে। কায়িক পরিশ্রমে বা রাসায়নিক (২-৪ ডি বা প্যারাঁকোয়াট বা গ্রামাক্সোন) প্রয়োগে আগাছা দমন করা যায়। গ্রাসকার্প মাছ ছেড়ে আগাছা দমন করা সম্ভব তবে তা সময় সাপেক্ষ।

দ্বিতীয় পর্যায় — শত্রু মাছ ও আমাছা তুলে ফেলা।

- মাছ খেয়ে ফেলে এমন মাছ (শাল, শোল বোয়াল ল্যাটা) এবং আমাছা। (পুঁটি, মৌরলা, চাঁদা, দাঁড়কে ইত্যাদি) তুলে ফেলতে হবে।
- পুকুর শুকিয়ে এদের নির্মূল করা যায়।
- এছাড়া প্রতি ডেসিম্যালে ১০ কেজি মহুয়া খোল বা ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া বা ৮০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগে মাছ মারা যায়। এই মাছ মানুষ খেলে কোন ক্ষতি হয় না।
- বিষক্রিয়া যথাক্রমে ১৫ -২০ দিন, ৭ দিন ও ৫দিন বজায় থাকে মহুয়া খোল আদিতে বিষ, অন্তে সারের কাজ করে।

তৃতীয় পর্যায় — চুন প্রয়োগ

তরকারিতে যেমন নুন, মাছ চাষে তেমনি চুন।

- চুন জলের অম্লত্ব দূর করে। পি.এইচ- ৬.৫-৮.৫ মাছ চাষের পক্ষে উপযুক্ত চুন, রোগ জীবানুর বৃদ্ধি রোধ করে। দুষিত গ্যাস শোষণ করে। জৈব ও অজৈব সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।
- প্রথম দফায় মাছ ছাড়ার আগে (মহুয়া খোল দিলে ১৫ দিন পরে) প্রতি ডেসিম্যালে ১.৫ কেজি চুন দিতে হয়।প্রতি মাসে জৈব সার প্রয়োগের আগে ৫০০-১কেজি চুন ভিজিয়ে জলে গুলে ছড়াতে হয়।
- প্রতি মাসে ২-৫ কেজি সার বা ৬০০- ১০০০ গ্রাম মুরগীর সার বা ১-১৫ কেজি কেঁচো সার চুন দেবার দিন আগে দিতে হয়।

চতুর্থ পর্যায় — সার প্রয়োগ

- জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে নিয়মিত জৈব ও অজৈব সার দিতে হয়।
- মাছ ছাড়ার আগে গোবর সার বা মুরগী সার বা কেঁচো সার দিতে হয় যথাক্রমে ১০-১৫ কেজি, ৩ - ৪ কেজি, বা ৫-৭ কেজি, মহুয়া খোল দেওয়া থাকলে প্রথম দফায় সার দিতে হবে না।
- প্রতি মাসে ২ -৫ কেজি গোবর সার বা ৬০০ -১০০০ গ্রাম মুরগী সার বা ১-১.৫ কেজি কেঁচো সার চুন দেবার ৭ দিন আগে দিতে হবে।
- প্রতি মাসে ১বার ২৫০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ১২৫ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিতে হবে। অজৈব সার জৈব সার দেবার ৭দিন পরে দিতে হবে।
- পুকুরে সকালে মাছ ভাসলে, জল খুব সবুজ থাকলে ও মেঘলা দিনে কোন সার দেবেন না।

পঞ্চম পর্যায় — মাছ ছাড়া

- কাতলা, রুই, মৃগেল (দেশি) এবং সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প ও সাইপ্রিনার্স কার্প (বিদেশী) মাছ একত্রে লাভ জনক।
- ৩-৪ ইঞ্চি সুস্থ চারা ছাড়ার আগে পটাশ দ্রবণ প্রতি লিঃ ১.২ গ্রাম) বা লবন জল (প্রতি লিটারে ২০ গ্রাম) বা হলুদ গোলা জল (প্রতি ২০-৩০ গ্রাম) ১/২ মিনিট ডুবিয়ে ছাড়ুন।
- প্রতি ডেসিম্যালে কাতলা-৮, সিলভার কার্প -৪, রুই-৬, গ্রাসকার্প-৩, মৃগেল-৫ ও সাইপ্রিনার্স ৪টি মিশিয়ে মোট ৩০টি মাছ ছাড়ুন।